আধ্যাত্মিক পিতা

প্রথম থিষলনীকীয় ২ অধ্যায় ১০-১২ পদ

থিষলনীকীতে সুসমাচারের প্রচার ও প্রসারকে প্রতিহত করতে পৌলের বিপক্ষরা পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মিথ্যাপ্রচার করেছিল, পৌল তাদের প্রত্যেকটিকে ১ থিষলনীকীয় ২:১-৬ পদে খণ্ডন করেছে। পৌল তাদের সেই সমস্ত মিথ্যা প্রচারকে খণ্ডন করে বলেছে, না তারা **ভ্রান্ত নয়**, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর তাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার অর্পণ করেছেন; তারা **অশুচি আচরণে দুষ্ট নয়**, কারণ ঈশ্বর তাদের পরীক্ষাসিদ্ধ করেছেন; এবং তারা **ছলনার আশ্রয় নেয়নি**, কারণ তারা মানুষকে নয় কিন্তু ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করেছে। এইভাবে থিষলনীকীতে তাদের প্রচার কাজকে নেতিবাচক অর্থে (***তারা সেখানে কীভাবে কাজ করেনি***) বর্ণনা করার পর, ৭ থেকে ১২ পদে পৌল ইতিবাচক অর্থে (***তারা কীভাবে সেখানে কাজ করেছে***) তাদের কাজকে স্মরণ করেছে। সে বিষয় থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যে ভালো করেই ওয়াকিবহাল আছে, তার কথা ২:১ পদে পৌল পূর্বেই উল্লেখ করেছে ***("তোমরা নিজেরাই জানো")।*** থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের মধ্যে তার প্রচার কাজকে ইতিবাচক অর্থে প্রকাশ করতে গিয়ে, পৌল আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে তার কাজকে প্রথমে ৭-৯ পদে **স্তন্যদাত্রী মায়ের** সঙ্গে এবং ১০-১২ পদে **পিতার** সঙ্গে তুলনা করেছে। এর আগে আমরা স্তন্যদাত্রী মাতার ন্যায় আধ্যাত্মিক নেতার জীবনকে দেখেছি; **আজ আমরা পিতার ন্যায় আধ্যাত্মিক নেতার জীবনকে দেখব**।

আমরা যারা ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যা করি, তাদের জীবনে **চারিত্রিক সংহতি** *(integrity)* খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় অনেক সময়ই আমাদের চোখে পড়ে যে, প্রচারকের প্রচারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা এমন অনেক পালক বা প্রচারকদের আমরা জানি, যারা তাদের জীবনে অর্থ, নারী কিম্বা খ্যাতির প্রলোভনে পা দিয়ে বিপথে পরিচালিত হয়েছে। বিশেষ করে, আমরা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে (রেডিও বা টিভি) এমন বিভিন্ন পালক বা প্রচারকদের দেখতে পাই, যারা কখনও বিশ্বাসীদের সঙ্গে মাণ্ডলিক জীবন যাপন করে না; পরিবর্তে গোপনে নোংরা জীবন যাপন করে; কিন্তু, জোর গলায় ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে। ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের সময় পবিত্রতার মুখোস লাগিয়ে তারা লোকদের ঠকায়। কিন্তু সময় আসে যখন তাদের নোংরা জীবন তথা কুকীর্তি মানুষের কাছে প্রকাশ পায়; আর তখন তার দ্বারা প্রভুই অসম্মান্বিত হয়ে থাকেন। আমরা এ বিষয়ে দাউদকে স্মরণ করতে পারি, বৎশেবার সঙ্গে বাভিচার করার পর, নাথন ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভু দাউদকে বলেছিলেন, ***"এই কাজের দ্বারা তুমি সদাপ্রভুর শত্রুদেরকে নিন্দা করার বড় সুযোগ দিয়েছ . . ."*** (২ শমূয়েল ১২:১৪)। প্রভু আমাদের যে সমস্ত পাল দিয়েছেন, পালক হিসাবে আমাদের উচিৎ সর্বদা সেই পালকে উপযুক্তভাবে পালন করা। ১পিতর ৫:২ পদে প্রভু আমাদের আদেশ করেছেন, ***"তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তা পালন করা; অধ্যক্ষের কাজ কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভের জন্য নয়, কিন্তু উৎসুক ভাবে কর।"*** কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের মধ্যে অনেকে উত্তম মেষপালককে অনুসরণ করার পরিবর্তে, প্রভু যে সমস্ত বেতনজীবীদের উদাহরণ দিয়েছিলেন, তাদের অনুসরণ করে চলেছি। তাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রভু বলেছেন, ***"যে বেতনজীবী, মেষপালক নয়, মেষরা যার নিজের নয়, সে নেকড়ে আসতে দেখলে পালায়; তাতে নেকড়ে তাদের ধরে নিয়ে যায়, ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। সে পালায়, কারণ সে বেতনজীবী, মেষদের জন্য চিন্তা করে না।"***

কিন্তু পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এমন দোষারোপ করার কোনও উপায় নেই। কারণ তারা থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে তাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপন করেছে; বিশ্বাসীরা তাদের জীবনকে খুব

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কাছ থেকে দেখেছে। পৌল ও তার সঙ্গীদের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তারা তাদের নিজেদের চোখে দেখেছে; তারা তাদের জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষী। তাই ১০ পদে পৌল লিখেছে, *"আর বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের কাছে আমরা কেমন সাধু, ধার্মিক ও নির্দোষাচারী ছিলাম, তার সাক্ষী তোমরা আছ, ঈশ্বরও আছেন।"* ২:১ পদে পৌল বলেছে যে, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা জানে তাদের কাছে পৌল ও তার সঙ্গীদের উপস্থিতি কেমন ছিল; ২:৫ পদে আবার পৌল বলেছে যে, তারা জানে পৌল ও তার সঙ্গীরা কীভাবে সেখানে প্রচার কাজ করেছে; ২:৯ পদেও তাদের মধ্যে পৌল ও তার সঙ্গীদের জীবন-যাত্রার কথা তাদের স্মরণে থাকার কথা বলেছে। এখানে আবার, পৌল তাদেরকে এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করেছে। এর অর্থ পৌল ও তার সঙ্গীরা বিশ্বাসীদের চোখকে আড়াল করে গোপনে পাপপূর্ণ জীবন যাপন করেনি। পরিবর্তে পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের জীবনের দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে খ্রীস্টবিশ্বাসীর আদর্শ জীবনকে তুলে ধরেছে।

ক। <u>সন্তানদের প্রতি পিতার দায়িত্ব</u>

হ্যাঁ, সেখানকার নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে বসবাসের সময় পৌল ও তার সঙ্গীরা পিতা হিসাবে তাদেরকে সন্তান হিসাবে চিন্তা করেছে। ফলস্বরূপ, তাদের প্রতি পিতার দায়িত্ব তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। ১০ ও ১১ পদে পৌল সন্তানদের প্রতি আদ্যাত্মিক পিতার দুটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছে।

(১) সন্তানদের সামনে আদর্শ স্থাপন: সন্তানদের প্রতি পিতার প্রথম দায়িত্ব হল তাদের কাছে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত হওয়া। কেবল উপদেশ বা কথায় কাজ হয় না, সন্তানদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে তাদের সামনে আদর্শ বা মডেল হিসাবে নিজেদের জীবন যাপন করতে হয়। থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের কাছে পৌল ও তার সঙ্গীরা সেই কাজই করেছে। তারা তাদের জীবনের দ্বারা খ্রীস্টবিশ্বাসীর যে আদর্শ জীবনকে তুলে ধরেছিল, তাকে পৌল ৩টি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে: ***সাধু, ধার্মিক, ও নির্দোষাচারী***। <u>সাধুতা বা পবিত্রতার</u> অর্থ **"পৃথকীকৃত, একটিমাত্র উদ্দেশ্যর জন্য নিয়োযিত।"** পৌল এই কথার দ্বারা তার নিজের শ্লাঘা করা নয়, কিন্তু ঠিক তার বিপরীতে, ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ তার মধ্যে কাজ করে চলেছে, তাকেই স্বীকার করেছে। ঈশ্বরই তাঁর অনুগ্রহে পৌলের মতো পাপীকে যীশু খ্রীস্টের ক্রুশের মাধ্যমে ক্ষমা করেছেন ও অন্যদের থেকে পৃথকীকৃত করেছেন। আমরা কল্পনা করতে পারি, পৌল ও তার সঙ্গীরা কীভাবে সেই সমস্ত নতুন বিশ্বাসীদের কাছে সাধু বা পবিত্র জীবনের বাস্তব পরিচয় দিয়েছিল। ধরা যেতে পারে, পৌল ও তার সঙ্গীরা অর্থ, নারী বা খ্যাতির প্রলোভনে কখনও পা দেয়নি। যখন তাদের চারপাশের বেশিরভাগ লোক সেই সমস্ত প্রলোভনকে স্বাভাবিক আখ্যা দিয়েছে, তখন তারা তাদের জীবনের দ্বারা প্রভুর দ্বারা পৃথকীকৃত হবার অর্থকে তুলে ধরেছিল।

বাইবেলে '**<u>ধার্মিকতা</u>**' বলতে সাধারণতঃ "ঈশ্বরের বিধানের প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ জীবনকে" নির্দেশ করে। ফলস্বরূপ, তা ঈশ্বরের প্রতি এবং মানুষের প্রতি একজনের কর্তব্যকে নির্দেশ করে। এখন খ্রীস্টবিশ্বাসী যেহেতু যীশু খ্রীস্টেতে নতুন জন্ম লাভ করেছে, সেইহেতু ঈশ্বরের প্রতি বা মানুষের প্রতি তার আচরণ, সেই সত্যকে মেনে সাধিত হয়ে থাকে। সতর্কতার সঙ্গে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে পৌল ও তার সঙ্গীরা ঈশ্বরের বিধান মেনে চলেছে। যখন কোনও আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে, তখন তারা সে বিষয়ে ঈশ্বরের বিধান কী শিক্ষা দেয়, তা প্রথমে খুঁজে দেখেছে। এমনকী নতুন বিশ্বাসীদের কথা চিন্তা করে তাদের বিশ্বাসকে গেঁথে তুলতে পৌল স্বার্থত্যাগ করতেও দ্বিধা করেনি (১করি. ৮:১৩)।

বাইবেলে '**<u>নির্দোষের</u>**' অর্থ কখনও '**নিষ্পাপতা**' নয়। বাইবেলে নোহকে (আদি ৬:৯) বা ইয়োবকে (ইয়োব ১:১) নির্দোষাচারী বলা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ তাদের জীবনে কোনও পাপ ছিল না, তা নয়। তা যদি সত্য হত, তাহলে, রোমীয় ৩:২৩ পদ মিথ্যা হয়ে যেত। না, তার পরিবর্তে, বাইবেল যখন কোনও মানুষকে নির্দোষাচারী বলে, তখন তার অর্থ সে তার পাপের প্রতি সততার সঙ্গে আচরণ করেছে। যার অর্থ, নিজের পাপকে ঢাকা দেওয়া নয়, কিন্তু নিজের পাপকে স্বীকার করা এবং তার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া (১যোহন ১:৮)। পৌল ও তার সঙ্গীরা নতুন বিশ্বাসীদের সম্মুখে এমন সততার জীবন যাপন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে বলেই, তাদের জীবনকে নির্দোষাচারী বলা হয়েছে। তাই, বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেককে জগৎপত্তনের পূর্বে প্রভু মনোনীত করেছেন, যেন আমরা তাঁর সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক (নির্দোষ) হই (ইফিষীয় ১:৪)।

(২) সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনা দান: এখন পৌল ও তার সঙ্গীদের এমন সাধু, ধার্মিক ও নির্দোষ জীবনের আদর্শ থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীরা দেখতে পেরেছিল, কারণ পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের প্রতি সেই ব্যবহার করেছিল, যা একজন পিতা তার সন্তানদের প্রতি করে থাকে। আর তাই, পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে, সান্ত্বনা করে ও দৃঢ়রূপে আদেশ দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল। ১১ পদে পৌল লিখেছে, ***"তোমরা তো জানো, পিতা যেমন নিজের সন্তানদেরকে, তেমনই আমরা তোমাদের প্রত্যেককে আশ্বাস*** *(exhort)* ***দিতাম, সান্ত্বনা*** *(encourage)* ***করতাম, ও দৃঢ়রূপে আদেশ*** *(urging/testifying)* ***করতাম।"*** পুনরায় পৌল সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে বলেছে (***তোমরা তো জানো***)। পৌল ও তার সঙ্গীরা প্রত্যেক নতুন বিশ্বাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিল। তাই, তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের কথা জেনে, তারা তাদের আশ্বাস, সান্ত্বনা বা আদেশ করতে পেরেছিল। এখানে **আশ্বাসের** জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, ২:৩ পদে 'উপদেশের' জন্য সেই একই শব্দের ধাতুকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই, এখানে আশ্বাসদান বলতে নতুন বিশ্বাসীদেরকে আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দেশদানের কথা বলা হয়েছে। অনেক সময় এই কাজে তিরস্কার বা ভর্ৎসনাও প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসীদেরকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করার কারণে, আধাত্মিক নেতারা তা করতেও কখনও পিছ্‌পা হয় না।

সান্ত্বনাদানের অর্থ কঠিন পরিস্থিতিতে উৎসাহ যোগানো। খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে বিভিন্ন বাধা ও ব্যর্থতা আছে। তাই, বিশ্বাসীর জীবনে সান্ত্বনা খুব বেশি প্রয়োজন। যোহন ১১:১৯ ও ৩১ পদে আমরা দেখতে পাই, স্বয়ং যীশু লাসারের মৃত্যুতে তার শোকার্ত প্রিয়জনদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে, থিষলনীকীয়দের প্রতি পৌলের প্রথম পত্রের প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করে ধরা যেতে পারে, সেখানকার নতুন বিশ্বাসীরা যখন ইহূদী ও পরিজাতিদের কাছ থেকে একাধারে বিভিন্ন তাড়নার সম্মুখীন হয়েছিল, তখন পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলে তাদেরকে বিশ্বাসে স্থির থাকতে উৎসাহিত করেছিল। একই সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের ইতিবাচক দিকগুলিকে উল্লেখ করেও তারা তাদের উৎসাহ দিয়েছিল।

দৃঢ়রূপে আদেশের জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ ''সাক্ষীকে সম্মুখে আনা,'' যার দ্বারা ''সর্বসমক্ষে ঘোষনাকে'' নির্দেশ করা যেতে পারে। এর দ্বারা সত্যকে তুলে ধরা সম্ভব। এর অর্থ, আধ্যাত্মিক নেতারা তাদের নতুন বিশ্বাসীদেরকে সন্তান জ্ঞান করে, তাদের প্রয়োজনে কঠিন অপ্রিয় সত্য বলতেও দ্বিধা করে না। তাই ধরা যেতে পারে, পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের জীবনযাত্রায় অখ্রীস্টীয় আচরণ দেখতে পেয়েছিল, তখন তাদের সংশোধন করতে তারা এগিয়ে এসেছিল।

খ। <u>সন্তানদের জন্য পিতার লক্ষ্য</u>

এখন, এইভাবে পিতৃস্নেহে পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের কাছে নিজেদেরকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করেছিল ও তাদের প্রয়োজনে আশ্বাস, সান্ত্বনা ও জোরালো সুপারিশ করেছিল, তখন এই কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল, তা হল, সেই সমস্ত নতুন বিশ্বাসীরা যেন ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলে। তাই, ১২ পদে পৌল তাদের প্রতি পিতার ব্যবহারের কারণের কথা বলেছে, ***"যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চল, যিনি আপন রাজ্যে ও প্রতাপে তোমাদের আহ্বান করছেন।"*** এখানে '***চলার***' দ্বারা বিশ্বাসীর সমগ্র জীবনকে নির্দেশ করা হয়েছে। বিশ্বাসী আমরা যখন আমাদের পারিত্রাণার্থে আমাদের ঈশ্বরের ত্যাগস্বীকারকে চিন্তা করি, যিনি আমাদের জন্য নিজের পুত্রকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি, তখন আমরা আমাদের পার্থিব জীবনের লক্ষ্য বা মানকে কখনও খাটো করতে পারি না। তাঁকে অনুসরণ করে আমাদের প্রয়োজন আমাদের লক্ষ্যকে আরও উন্নত করা। তার দ্বারাই আমরা তাঁর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যোগ্যরূপে জীবন যাপন করার লক্ষ্য পূর্ণ করতে পারি। ইফিষীয় ৪:১৩ পদে, পৌল বিশ্বাসীদের জন্য প্রেরিত পৌল এমন উঁচু লক্ষ্যের কথা বলেছে, *"যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত, সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রীস্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই . . .।"*

কিন্তু বিশ্বাসী আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে সেই লক্ষ্য কখনও পূর্ণ করতে পারি না। আর তা জেনেই আমাদের ঈশ্বর তাঁর রাজ্য ও প্রতাপে সর্বদা আমাদের আহ্বান করে চলেছেন। ১:৪ পদে, ইতিমধ্যেই পৌল উল্লেখ করেছে যে, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মনোনীত/আহূত। এখানে পুনরায় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, পৌল নতুন বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলতে উৎসাহিত করেছে। সেই ঈশ্বর তাঁর রাজ্যে থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের আহ্বান করেছেন। এর অর্থ, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতার রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে। তাদের জীবনে ঈশ্বর একমাত্র রাজা হয়ে পরিচালনা দান করে চলেছেন। প্রতি মূহুর্তে তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর বাক্য ও আত্মার দ্বারা তাদের পথ নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। তাই, তারা তাঁর যোগ্যরূপে চলতে সক্ষম।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সেই ঈশ্বর কেবল তাঁর রাজ্যে নয়, কিন্তু তাঁর প্রতাপেও আমাদেরকে আহ্বান করেছেন। এর অর্থ, মানুষের কাছে ঈশ্বরের মহত্বের প্রকাশ। খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে ঈশ্বর বিশ্বাসী আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে প্রতাপান্বিত করতে চলেছেন। তখন আমরা খ্রীস্টের ন্যায় হব (১যোহন ৩:২) এবং তাঁর সঙ্গে অনন্তকাল রাজত্ব করব। এমন গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা বলে, পৌল থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের এখন ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলতে উদ্দীপ্ত করেছে। তারা এমন মহান ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে। তাদেরকে তিনি তাঁর রাজ্যে আনয়ন করেছেন। তাদের জন্য গৌরবময় ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। তাই, তারা যেন এখন এই পৃথিবীর মাটিতে সেই ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলতে সর্বদা সচেষ্ট হয়।

মণ্ডলীতে আমরা আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে নতুন বিশ্বাসীদেরকে পিতার স্নেহে লালন-পালন করার দায়িত্ব পেয়েছি। আমরা কি সেই দায়িত্ব সাঠিকভাবে পালন করে চলেছি? যীশুকে জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি অনেক বৎসর হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন বিশ্বাসীদের কাছে আমি কি প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীর আদর্শ তুলে ধরেছি? নতুন বিশ্বাসীরা আমাকে দেখে কি খ্রীস্টকে দেখতে পায়? আমরা কি পৌলের ন্যায় তাদেরকে আমাদের অনুকারী হতে (১করি. ৪:১৬; ১১:১; ১থিষ. ১:৬) বলতে পারি? তা করতে হলে, আমাদেরকে সাধু, ধার্মিক ও নির্দোষাচারীর জীবন যাপন করতে হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যতজন নতুন জন্ম পেয়েছি, তারা সকলেই এমন জীবন-যাপনের জন্য জগৎপত্তনের পূর্ব থেকে ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত। তাই, প্রভুই আমাদেরকে সেই জীবন যাপনে শক্তি যুগিয়ে থাকেন। আসুন আত্মসমীক্ষা করি, আমার জীবন কি সত্যই জগতের মানুষদের থেকে পৃথক? আমি কি ঈশ্বরের বিধানের প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করছি? আমি কি আমার প্রতিটি পাপের জন্য প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়েছি?

এইভাবে, আত্মসমীক্ষার পর অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের আচরণকে যাচাই করতে হবে। আমরা কি ব্যক্তিগত অর্থে তাদের খুঁটিনাটি বিষয় ওয়াকিবহাল আছি? তাদের প্রয়োজনে আমরা কি আশ্বাস, সান্ত্বনা ও সুপারিশ করে থাকি? তারা যাতে ঈশ্বরের যোগ্যরূপে চলে, তার জন্য কি আমরা তাদের উদ্দীপ্ত করে থাকি? না-কি, আমরা কেবল নিজেদের সুখ এবং শান্তির জন্যই প্রার্থনা করে চলেছি? তাঁকে আমাদের জীবনের রাজা জেনে, তাঁর পরিচালনায় কি আত্মসমর্পণ করেছি? তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য কি আমরা প্রস্তুত? আমাদের বিশ্বাস ও জীবন কি এক কথা বলে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com